জননী জন্মভূমি

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

পড়ার আগে ভাবো

যিনি আমাদের জন্ম দেন তিনিই জননী; আর যেখানে আমরা জন্মগ্রহণ করি, সেই জন্মভূমিও মায়ের মতই আদরে আমাদের কোলে স্থান দেন । তাই জননী ও জন্মভূমির নাম দুটি একসাথে উচ্চারিত হয় । জননীরই আর এক রূপ যেন জন্মভূমি তোমাদের কি তা মনে হয় না ?

আমি ভীষণ ভালোবাসতাম আমার মা-কে
-কখনও মুখ ফুটে বলি নি ।
টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে
কখনও কখনও কিনে আনতাম কমলালেবু
— শুয়ে শুয়ে মা-র চোখ জলে ভ'রে উঠত
আমার ভালোবাসার
মা-কে কখনও আমি মুখ ফুটে বলতে পারি নি ।

হে দেশ, হে আমার জননী
কেমন ক'রে তোমাকে আমি বলি !

যে মাটিতে ভর দিয়ে আমি উঠে দাঁড়িয়েছি—
আমার দু-হাতের
দশ আঙ্গুলে
তার স্মৃতি ।

আমি যা কিছু স্পর্শ করি
সেখানেই,
হে জননী,
তুমি ।
আমার হৃদয়বীণা
তোমারই হাতে বাজে ।

হে জননী,
আমরা ভয় পাই নি ।
যারা তোমার মাটিতে নিষ্ঠুর থাবা বাড়িয়েছে
আমরা তাদের ঘাড় ধ'রে
সীমান্ত পার ক'রে দেব ।
আমরা জীবনকে নিজের মতো ক'রে
সাজাচ্ছিলাম—
আমরা সাজাতে থাকব ।

হে জননী,
আমরা ভয় পাই নি ।
যজ্ঞে বিঘ্ন ঘটেছে ব'লে
আমরা বিরক্ত ।

মুখ বন্ধ ক'রে,
অক্লান্ত হাতে—
হে জননী,
আমরা ভালোবাসার কথা ব'লে যাব ।।

জেনে রাখো

নিষ্ঠুর	—	হিংস্র
অক্লান্ত	—	ক্লান্তিহীন
সীমান্ত	—	শেষ সীমা
বিঘ্ন	—	ব্যাঘাত, বাধা
থাবা	—	হাতের পাঞ্জা
যজ্ঞ	—	বৈদিক অনুষ্ঠান

কবি পরিচয়

[সুভাষ মুখোপাধ্যায় (জন্ম - ১৯২০)

প্রগতিশীল লেখক হিসাবে বাংলা সাহিত্য শুধু নয় ভারতীয় সাহিত্যেও সম্মানিত । 'যত দূরেই যাই' কাব্য গ্রন্থের জন্য সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পেয়েছেন ১৯৬৪ সালে । ভারতীয় লেখকদের সর্বোচ্চ সম্মানের পুরস্কার জ্ঞানপীঠও পেয়েছেন । পদাতিক কাব্য গ্রন্থের মাধ্যমে সাহিত্য-যাত্রা শুরু । তারপর চিরকুট, অগ্নিকোণ, ফুল ফুটুক, কাল মধুমাস, ছেলে গেছে বনে, একটু পা চালিয়ে, ভাই, জলসইতে, বাঘ ডেকেছিল, যারে কাগজের নৌকা, ধর্মের কল, শ্রেষ্ঠ কবিতা । তাঁর লেখা কবিতার সংখ্যা বিপুল । কাব্য - সংগ্রহ ছয়টি খন্ড প্রকাশিত । এখনো কিছু পত্র পত্রিকায় অনেক কবিতা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে । কেবল কবিতায় তাঁর বিচরণ সীমাবদ্ধ নয়, গদ্য-রচনায় তিনি সমান সিদ্ধ হস্ত। অজস্র গদ্য লিখেছেন অনায়াস দক্ষতায় । ছোটদের জন্যও অনেক লিখেছেন । সাংবাদিকতার জগতেও তিনি দাপটে চলাফেরা করেছেন । বাংলা গদ্যের এক ঋজু, শাণিত স্টাইলে তাকে স্বকীয়তায় অভিষিক্ত করেছে । আটপৌরে, দেশজ বাংলার প্রচ্ছন্ন শক্তিকে তিনি আয়ত্ত করে তাকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন । কবিতায়, অলংকার -বদলে পরিশীলিত স্টাইলের জায়গায় মাটির কাছাকাছি থাকা গতিশীল, জীবন্ত, মুখের ভাষাকে অবলম্বন করে নির্মাণ করা তার এই স্টাইলটি অনেক বেশি কার্যকরী । সাবজেকটিভ কল্পনা বিলাসিতার প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে অবজেকটিভ, ন্যারেটিভ এই স্টাইল আধুনিক কবিতার প্রধান চরিত্র লক্ষণ । রবীন্দ্র পরবর্তী যুগের আধুনিক কবিরা এই পথের পথিক ছিলেন । সুভাষ মুখোপাধ্যায় সেই পরম্পরাকে আরো উন্নত ও অর্থবহ করে তুলেছেন । প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ্ নীহাররঞ্জন রায়ের সুবিখ্যাত বিপুলকায় গ্রন্থ 'বাঙালির ইতিহাসের' একটি সংক্ষিপ্ত কিশোর সংস্করণ রচনা তাঁর অন্যতম কীর্তি ।]

কাব্য পরিচয়

জননী এবং জন্মভূমি সমার্থক । মহীয়সী জননী আমাদের কাছে পবিত্রতম নাম । সেই জননীর প্রতি গভীর ভালোবাসা কবির অন্তরে চিরদিন গোপনেই রয়ে গিয়েছে । কিন্তু কবির অপ্রকাশিত ভালোবাসার তীব্রতা তাঁর জননী অন্তর দিয়ে অনুভব করতেন নীরবে ।

'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী' । জন্মভূমি - জননীর প্রতি যে নিবিড় ভালোবাসা, তাও অনুচ্চারিত এক বোধ, এক গভীর অনুভূতি । জন্মভূমির কোলেই বড় হয়ে ওঠা, সেখানে সর্বত্রই তাঁর স্মৃতি, তাঁর স্পর্শের চিহ্ন । সেই জননী আজ লাঞ্ছিত, আক্রান্ত । শত্রুকে প্রতিহত করতে হবে । শান্তির কর্মযজ্ঞে বিঘ্ন ঘটার কারণে, আমরা বিরক্ত । তবে ভীত নই । আমাদের জননীকে আমরা নিজের মতো করে সাজিয়ে তুলবো । ভালোবাসায় ভরিয়ে দেবো । আমরা ভয় পাই না । দেশ-মাতৃকার জন্য রয়েছে প্রগাঢ় ভালোবাসা । সেই ভালোবাসা দিয়েই শত্রুকে জয় করবো । কথা নয়, নিরন্তর কর্মের মধ্য দিয়ে আমাদের ভালোবাসার প্রকাশ ঘটবে ।

পাঠবোধ

সঠিক উত্তর দিয়ে খালি জায়গাগুলো ভরো

1. আমি ভীষণ ভালোবাসতাম আমার .....।

   (ক) মাকে (খ) বন্ধুকে

   (গ) ভাইকে (ঘ) শিক্ষককে

2. ..... পয়সা বাঁচিয়ে

   কখনও কখনও কিনে আনতাম কমলালেবু ।

   (ক) বই কেনার (খ) হাত খরচের

   (গ) টিফিনের (ঘ) পরীক্ষার ফি-এর

3. আমার .....।

   মাকে কখনও আমি মুখ ফুটে বলতে পারিনি ।

   (ক) ভালোলাগার (খ) ভালোবাসার

   (গ) আনন্দের (ঘ) উৎসাহের

4. হে ..... , হে আমার জননী

কেমন ক'রে তোমাকে আমি বলি ।

(ক) ভারত (খ) জন্মভূমি

(গ) মাতৃভূমি (ঘ) দেশ

5. ..... বিঘ্ন ঘটেছে ব'লে

আমরা বিরক্ত ।

(ক) যজ্ঞে (খ) কর্মে

(গ) যাত্রায় (ঘ) পাঠে

অতি সংক্ষেপে লেখো

6. কোথায় ভর দিয়ে কবি উঠে দাঁড়িয়েছেন ?
7. শুয়ে শুয়ে কার চোখ জলে ভ'রে উঠত ?
8. হাতের দশ আঙ্গুলে কার স্মৃতি রয়েছে ?
9. কবির হৃদয় বীণা কার হাতে বাজে ?
10. সব কিছুর মধ্যে কার স্পর্শ পাওয়া যায় ?

সংক্ষেপে লেখো

11. কবি কাকে জননী সম্বোধন করেছেন ?
12. শত্রু কোথায় নিষ্ঠুর থাবা বাড়িয়েছে ?
13. আমরা কী করে তাদের দূরে সরিয়ে দেবো ?
14. কোন্ কথা কবি তাঁর মাকে বলতে পারেন নি ?
15. জীবনকে আমরা কেমন ভাবে সাজাচ্ছিলাম ?

বিস্তারিতভাবে লেখো

16. নিজের জননীর প্রতি কবির নীরব ভালোবাসার পরিচয় দাও ।

17. জননী জন্মভূমিকে কবি নিজের কোন্ অনুভূতির কথা বলতে পারেন নি ?

18. "হে জননী,

আমরা ভয় পাইনি" । ..... এ কথা কে বলেছেন এবং কেন ?

19. কিভাবে আমরা ভালোবাসার কথা বলে যাব ?

20. জননী জন্মভূমি কবিতায় কবির জন্মভূমির প্রতি গভীর ভালোবাসা কিভাবে প্রকাশ পেয়েছে, বুঝিয়ে লেখো ।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. বাক্য বানাও

জননী	স্মৃতি	স্পর্শ
নিষ্ঠুর	বিঘ্ন	অক্লান্ত

2. পদ পরিবর্তন করো

বিরক্ত	ভয়	জল
হৃদয়	দেশ	মুখ

3. ব্যাসবাক্য সহ সমাসের নাম লেখো

হৃদয়-বীণা	জননী-জন্মভূমি
অক্লান্ত	সীমান্ত

4. নিচের সমোচ্চারিত শব্দগুলির অর্থ লেখো

বীণা / বিনা	বলি / বলী	ভালোবাসা / ভাল বাসা
মুখ / মূক	সীমান্ত / সীমন্ত	

5. নিচে দেওয়া তৎসম ও তদ্ভব শব্দগুলি বেছে আলাদা করো

জন্মভূমি	জল	স্পর্শ	হাত
জননী	মাটি	বিঘ্ন	দশ

আলোচনা করো

জন্মভূমি আমাদের জননী । সেই জননীকে সকল রকম বিপদের হাত থেকে রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য । জন্মভূমির উন্নতির জন্য আমাদেরই নানভাবে সচেষ্ট হতে হবে । এ বিষয়ে নিজেরা আলোচনা করো ।

করতে পারো

কবিতাটি আবৃত্তি করো । জন্মভূমির বিকাশের জন্য নানারকম প্রকল্প নির্বাচন করে তাকে ফলপ্রসূ করে তোলার চেষ্টা করতে পারো ।